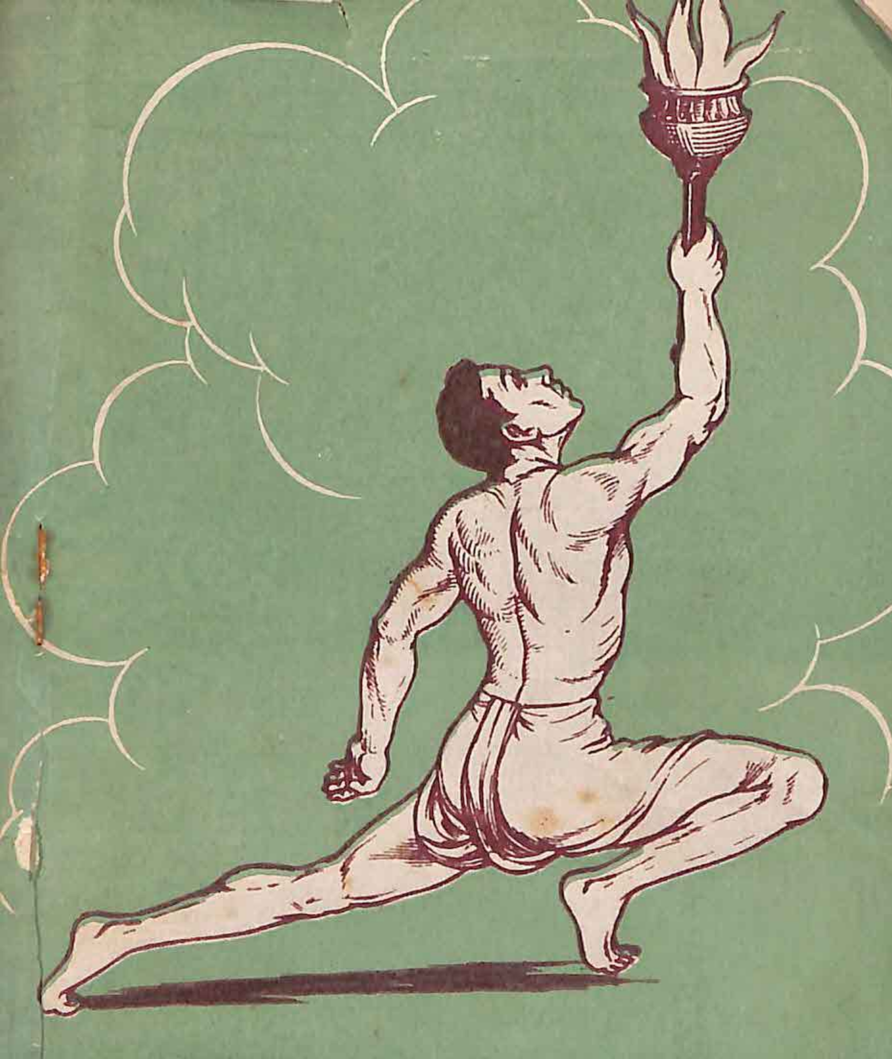


পাঁচশালা কি ও কেন

পাঁচসালা কি ও কেন

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দি নিউ বুক ষ্টল
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল
৫/১,রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ : ১৩৭২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৭৪
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৮৮

মূল্য : দুই টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

॥ উৎসর্গ ॥

কাজ ছিল যাঁর জীবনের ধর্ম্ম
স্বর্গত পিতৃদেব
৺সীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে—

।। লেখকের নিবেদন ।।

মেয়েরা করে ব্রত। ছেলেরা নেয় শপথ। এ দুয়ের উদ্দেশ্য এক মন-প্রাণ দিয়ে যা চাই তাকে লাভ করা। শেষ লক্ষ্য তাই। ছোট-বড় যে-কোন কাজে চাই ব্রত, চাই শপথ। স্বাধীন ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনা আমাদের ব্রত—আমাদের শপথ। পাঁচসালায় যে যজ্ঞ হচ্ছে তার লক্ষ্য এক—ভারতবর্ষকে একটি উন্নত দেশরূপে গঠন করা। এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য—পাঁচসালায় উন্নয়নের যে কাজ চলছে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রাম ও পল্লীর সাধারণ মানুষদের অবহিত করা। পাঠক সাধারণ এই পুস্তকপাঠে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

—গ্রন্থকার

পাঁচসালা কি ও কেন

বলরামপুরের ত্রিলোচন বেরা। চারিটি সন্তানের পিতা ত্রিলোচন। গ্রামে তার নিজের বাড়ী আছে। আর আছে পনেরো বিঘে জমি। এই পনেরো বিঘে জমির ওপর নির্ভর করে ত্রিলোচনকে সংসার চালাতে হয়। তাই তাকে চিন্তা করতে হয়। ঐ জমিতে বছরে ক'বার চাষ করতে হবে। কোন্ সময়ে কি কি চাষ করতে হবে। কি ধরনের বীজ ও সার দিলে কোন্ ফসল ভাল হয়। ফসল উঠলে ঠিক দাম পাবার জন্যে ভাল বাজার দেখতে হয়। শুধু কি তাই! ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, অসুখ করলে চিকিৎসা, সংসার প্রতিপালন—সবই ত্রিলোচনকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে করতে হয়। নিজের আয়ের পথ, আয় এবং আয় অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্যে যাবার হিসাব করতে না পারলে ত্রিলোচনের সংসার কবে ভেসে যেতো।

নিজের যে মূলধন আছে তাকে ঠিক ঠিক ভাবে

কাজে লাগিয়ে আয়ের পরিমাণ বাড়ানো এবং সেই আয়কে উন্নতির কাজে ঠিকভাবে ব্যবহার করাকেই বলে পরিকল্পনা।

একটি সংসারকে সুন্দরভাবে চালাতে গেলে দরকার পরিকল্পনা। তেমনি একটি দেশ ও জাতির উন্নতি করতে গেলেও পরিকল্পনার দরকার। একটি সংসারের গণ্ডী হয় ছোট। কিন্তু একটি দেশের এলাকা হয় বিরাট। তাই তার পরিকল্পনার আয়োজনও হয় বিরাট।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এত বড় দেশের উন্নতি করতে গেলে যে যজ্ঞ করবার দরকার তার আয়োজনও তাই বিরাট। এই যজ্ঞের আয়োজন করতে গিয়েই তৈরী হলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সহজ কথায় যাকে বলে পাঁচসালা।

পাঁচসালা কি

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের বাস আমাদের

এই দেশে। এই দেশের লোকসংখ্যা যেমন অনেক তেমনি এর সম্পদও প্রচুর। ভারতবর্ষে যে প্রচুর সম্পদ আছে তাকে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের দেশ উন্নতি করতে পারে। দেশের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের কোটি কোটি মানুষের কল্যাণ। ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই দেশের পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের ভাগ্য। সুতরাং এত বড় দেশ এবং জাতির উন্নতির কাজে হাত দেওয়া সহজ কাজ নয়। সেজন্য দরকার একটি লক্ষ্য। এর ফলে এলো পাঁচসালা পরিকল্পনা। ঠিক করা হলো এক একটি পরিকল্পনার কাজ পাঁচ বছর ধরে চলবে। এর পর ঠিক করা হবে আমাদের মূলধনের পরিমাণ কি এবং পাঁচ বছরে তার কতটুকু ব্যবহার করতে পারি। তার পর উন্নতির জন্য প্রতিটি কাজের লক্ষ্য ঠিক করা হবে। তার মানে যে যে বিষয়ে যা যা লক্ষ্য ঠিক করা হবে পাঁচ বছরে সেই সেই কাজ শেষ করতে হবে। এর থেকেই শুরু হলো স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা পাঁচসালা।

পাঁচসালা কেন দরকার

ভারতবর্ষের উন্নতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—জনসাধারণের জীবনের মান উন্নত করা। শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষের মত সকল অনুন্নত ও দরিদ্র দেশের উন্নতির লক্ষ্য একটি—পৃথিবীর শান্তিকে সুদৃঢ় করা। কারণ একটি সমাজে যদি এক শ্রেণী দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে থাকে তাহলে সমস্ত সমাজের কাছে সেটা অশান্তির কারণ হয়। সেজন্য সকল দেশের সব মানুষের উন্নতি হওয়া দরকার। তবেই পৃথিবীর শান্তি ও কল্যাণ বজায় থাকবে। তাই ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে পৃথিবীর শান্তি ও কল্যাণ জড়িত।

ভারতবর্ষের উন্নতি করতে গেলে যুদ্ধ করতে হবে। সে যুদ্ধ হচ্ছে অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি দরকার। অর্থনৈতিক উন্নতি বলতে বোঝায় —যে সব উন্নতির সঙ্গে সম্পদ ও মূলধন জড়িয়ে আছে। যেমন তুলো একটি সম্পদ। তুলো থেকে হয় সুতো এবং সেই সুতো দিয়ে তৈরী হয় কাপড়।

কাপড় দেশে এবং বিদেশে বিক্রয় করে আমাদের যে বেশী আয় হয় তাকেই বলি অর্থনৈতিক উন্নতি। এইরকম ভাবে সব কৃষিজ ও খনিজ সম্পদকে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে যাওয়াকেই বলে অর্থনৈতিক উন্নতি।

এর জন্য একটি উন্নত কারিগরী সমাজ তৈরী করা দরকার। সে সমাজে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে। এটা বড় সহজ কাজ নয়। কেননা পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থাকে পাল্টানো দরকার। বিজ্ঞানের পথে এ কাজ করতে হবে। এজন্য সময়ের দরকার।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল—বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করা। সেই সময় থেকেই এটা ভাবা হয়েছিল যে দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হলে পুরাতন সমাজের সংস্কার করতে হবে। আর অর্থনৈতিক অবস্থাকে ঢেলে সাজতে হবে। এর ফলে আগেই জনসাধারণের মধ্যে চেতনা এসেছিল—বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন। তাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য শুরু হলো

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বা পাঁচসালা। কাজ হাতে নেওয়া হলো উনিশ শো একান্ন সালের অক্টোবর মাস থেকে।

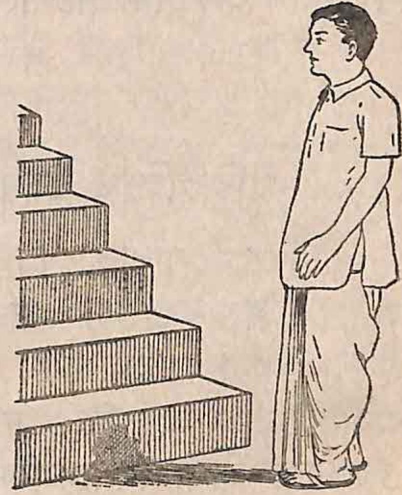
পাঁচসালা ও গণতন্ত্র

উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীনতা লাভ করবার পর দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের ওপর এলো। এই কাজে হাত দিতে গিয়ে উনিশ শো চুয়ান্ন সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা প্রথমে শপথ নিলাম— সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আমরা ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলব। পরিকল্পনা তৈরী করে দেশের উন্নয়ন করতে হবে এটা নতুন কথা নয়। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এটাই গুণ। গণতন্ত্রের এই রূপ ও লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকেই ঠিক করা হয়েছিল।

পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজে হাত দিতে গিয়ে আমাদের দুইটী লক্ষ্য ঠিক করা হয়—

(১) কারিগরী ও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাড়াতাড়ি দেশকে উন্নত করতে হবে।

(২) ন্যায় বিচার ও সকল নাগরিককে সমান স্থুযোগ দিয়ে সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। এই দুই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্রের পথে এগুতে হবে।



...লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্রত হচ্ছে পাঁচসালা

উন্নতির জন্য এই দুইটি পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশের পুরাতন গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলতে হবে। একটি উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে

কাজ যত কঠিনই হোক তা আমাদের করতে হবে। বিশাল ভারতবর্ষের জনসাধারণ এক হওয়ায় আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। সে স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সে লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র। আর লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্রত হচ্ছে পাঁচসালা।

পরিকল্পিত উন্নয়ন কাকে বলে

স্বাধীনতা পাবার পর ভারতবর্ষের উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত করা দরকার। শিল্পকে উন্নত করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দরকার। শিক্ষাবিস্তার ও আরও নানা সেবামূলক কাজ কর দরকার। এগুলো না করলে দেশের উন্নতি হবে না। কোটি কোটি দেশবাসীর কল্যাণ তাতে বাধা পাবে। তাই জাতীয়ভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। যার উদ্দেশ্য—উন্নয়ন। যা আছে তাকে আরো উন্নত করতে হবে। যা নেই

তা গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য চাই বিজ্ঞানের সাহায্য। সম্পদ বাড়াতে গেল দেশের প্রতিটি মানুষের কঠিন শ্রম করা দরকার।

পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিকে আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। বেশী খাদ্যশস্য উৎপাদন করা দরকার। আর দরকার কাঁচা মাল উৎপন্ন করা। কাঁচা মাল না হলে শিল্পে উন্নতি করা যাবে না। তাই শিল্পের জন্য বেশী কাঁচা মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং কৃষি ও শিল্পকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। কেননা একটির উন্নতি আর একটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এছাড়াও ঠিক হয়েছে—দেশকে তাড়াতাড়ি উন্নত করবার জন্যে বড় বড় শিল্প বা কল-কারখানা তৈরী করতে হবে। কারণ আজকের দিনে অন্য দেশের সঙ্গে পা ফেলে চলতে গেলে বড় বড় কল-কারখানা দরকার। ছোট শিল্পের সঙ্গে বড় শিল্প না থাকলে ভারতবর্ষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবে না।

আমাদের সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দেশের

ভালমন্দের সঙ্গে দেশের সব মানুষের সমান দায় রয়েছে। রয়েছে সমান ভাগ। তাই দেশের উন্নয়নের কাজেও সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য তিন রকমের মালিকানা কাজ করছে—

(১) সরকারী মালিকানা বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা। গণতন্ত্রে সরকার নির্ব্বাচন করে জনসাধারণ। তাই যে সব বিষয়ে সরকার নিজেই মালিক হয়ে কাজ করে সেগুলো জনসাধারণেরই সম্পত্তি।

(২) সমবায়মূলক মালিকানা। অনেকে মিলে যে সব কাজ করে এবং লাভ-লোকসান নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

(৩) ব্যক্তিগত মালিকানা। কারও যদি ক্ষমতা থাকে সে নিজেই মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা করতে পারে। পাঁচসালার কাজে নাগরিকদের এ সুযোগও দেওয়া হয়েছে।

দেশের সমস্ত মূলধন যদি কয়েক জন লোক বা গোষ্ঠীর হাতে থাকে তাহলে উন্নয়নের কাজ

বাধা পাবে। সেজন্য তিন রকমের মালিকানার ব্যবস্থা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য—দেশের সমস্ত মূলধন কোন জায়গায় আটকে না রেখে ছড়িয়ে দেওয়া। মূলধন যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে উন্নয়নের কাজ ভালভাবে এগিয়ে যাবে।

তিন রকম মালিকানার আর একটি দিক দেখার আছে। সেটা হচ্ছে যোগ্যতা। সকলের যোগ্যতা সমান হয় না। গোটা দেশ নিয়ে যেখানে পাঁচসালার কাজ সেখানে সব শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সুযোগ না থাকলে যোগ্যতা বিচার করা যায় না। সকলকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ দেওয়ায় উন্নয়নের কাজ খুব সহজ হবে।

সকলের জন্য সমান সুযোগ রাখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—আয়ের সমতা রাখা। তার মানে গণতন্ত্রে একজন বড় হবে আর একজন যোগ্যতা থাকলেও পিছিয়ে থাকবে এটা হয় না। একজনের সঙ্গে আর একজনের আয়ের তফাতকে দূর করাই হচ্ছে তিন মালিকানার আসল উদ্দেশ্য।

উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক জীবনের নানা দিকের উন্নতি হওয়া দরকার। এই নানা দিকের

প্রধান কয়েকটি হচ্ছে—কৃষি, ক্ষুদ্র বা ছোট শিল্প, ভারী বা বড় শিল্প, সম্পদের যথাযথ বণ্টন এবং দেশের বিভিন্ন দিকের আঞ্চলিক উন্নয়ন।

দেশের উন্নয়নে গ্রামীণ ও ছোট শিল্পের বিশেষ স্থান রয়েছে। কেননা গ্রামীণ ছোট শিল্পগুলো বেশী লোকের কাজের ব্যবস্থা করে। এতে জাতীয় আয়ের ঠিক ঠিক বণ্টন হয়। গ্রামীণ ছোট শিল্পের উন্নতির দ্বারা যোগ্য শ্রমিকদের সহজে উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করা যায়।

সুতরাং দেখা যায় দেশের উন্নয়নের কাজে কৃষি ও শিল্পের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। তাই কৃষি ও শিল্পের উন্নতি আগে দরকার। তবেই দেশের শ্রী বাড়বে। এর জন্য চাই সকলের সহযোগিতা ও শপথ যা সব কাজের শক্তির উৎস।

সম্পদকে কাজে লাগায় মানুষ। মানুষের চেষ্টা ও শ্রমের ফলেই সম্পদ বাড়ে এবং দেশ উন্নত হয়। তাই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা, মূলধন ও শ্রম—এই তিনটিই সম্পদরূপে গণ্য। এই সম্পদকে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাবার জন্যই পরিকল্পিত উন্নয়ন।

ভারতের কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদ

আগে জানা দরকার প্রকৃতি আমাদের কি কি সম্পদ দান করেছে। ভারতবর্ষ প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ লাভ করেছে। যেমন—

জলবায়ু—ভারতবর্ষ মৌসুমী-প্রধান দেশ। মৌসুমী বায়ুতে প্রচুর জলের ভাগ থাকে। ওর ফলে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যখন এই বায়ু বইতে থাকে তখন ভারতের নানা জায়গায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। চাষবাসের জন্য প্রচুর জলের দরকার। জমিতে উৎপাদন বৃষ্টিপাতের ওপর খুব বেশী নির্ভর করে। ধান, আখ, চা, কফি ও পাট প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য জল বেশী দরকার। চাষ ভাল না হলে চাষীরা বেকার হয়ে পড়বে। খাদ্যশস্য কম উৎপাদন হলে দেশে অভাব দেখা দেবে। শিল্পের জন্য কাঁচা মালের অনটন ঘটলে শ্রমিকেরা নিষ্কর্মা হয়ে পড়বে। তাই উন্নয়নের

সঙ্গে জলবায়ুর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সেজন্য জলবায়ু আমাদের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ।

মাটি—ভারতে নানা ধরনের মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এক এক মাটির গুণ এক এক রকম। এই সব মাটির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে—(১) পাললিক মাটি। পাললিক মাটি খুব উর্ব্বর। কৃষির জন্য এই মাটি খুব দরকারী। (২) লাল মাটি। জলসেচের দ্বারা এই মাটিতে ফসল উৎপাদন করা যায়। (৩) কালোমাটি। তুলোর চাষের জন্য এই ধরণের মাটি খুব উপকারী। তাছাড়া গম, ছোলা প্রভৃতি শস্যও এই মাটিতে উৎপন্ন হয়।

বনজ সম্পদ—ভারতের যা আয়তন তার প্রায় কুড়ি ভাগ অরণ্যে ঢাকা। অরণ্য আমাদের উপকার করে। অরণ্য না থাকলে জলবায়ু শুকিয়ে যায়। কারণ গাছপালা বেশী থাকলে বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় এবং জলবায়ু ভিজে থাকে। এছাড়া অরণ্য বন্যা রোধ করে। মাটির ক্ষয় বন্ধ করে।

ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে অরণ্য-সম্পদ খুবই মূল্যবান। অরণ্য মাটির গুণ ও শক্তি

বাড়ায়। অরণ্যের গাছপালা থেকে আমরা নানা রকম আসবাব-পত্র তৈরী করি। অরণ্য থেকে শিল্পের জন্য কাঁচা মাল পাওয়া যায়।

পাঁচসালার উন্নয়নে বনজ সম্পদের স্থান আছে। এই সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য সরকার নানা রকম কাজ করছেন। অরণ্যকে যদি বাঁচানো না যায় তাহলে দেশে মরুভূমি দেখা দেবে। জলবায়ু পাল্টে যাবে। জমির ক্ষয় বাড়বে। শিল্পের ক্ষতি হবে। তাই অরণ্যকে বাঁচানোর জন্য পাঁচসালার উন্নয়নে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। প্রতি বছর এজন্য বন-মহোৎসব পালন করা হয়। বনজ সম্পদের উন্নতির জন্য এবং অরণ্যকে বাঁচানোর জন্য নানা রকম গবেষণা চলছে।

খনিজ সম্পদ—খনিজ সম্পদ প্রকৃতির একটি আশীর্ব্বাদ। যে দেশে যত বেশী খনিজ সম্পদ থাকে সে দেশ তত বেশী শিল্পে উন্নত হয়। ভারতবর্ষে নানা রকমের খনিজ সম্পদ আছে। যেমন—

(১) কয়লা—কয়লা ভারতের একটি প্রধান

খনিজ সম্পদ। কয়লা আমাদের প্রতিদিন কাজে লাগে। জ্বালানীর কাজে কয়লা দরকার। কয়লা কল-কারখানাগুলিতে শক্তি যোগায়। তাছাড়া অন্য দেশের কাছে কয়লা বিক্রয় করে আমরা বিদেশী মুদ্রা আয় করি। সুতরাং পাঁচসালার উন্নয়নে এই সম্পদের দান খুব বেশী।

(২) লোহ আকরিক—ভারতবর্ষে লোহ আকরিক খুব বেশী পাওয়া যায়। এই খনিজ সম্পদ থেকে লোহা তৈরী হয়। আজকের দিনে যে-কোন দেশের উন্নতি নির্ভর করে ইস্পাত শিল্পের ওপর। লোহা না হলে ইস্পাত তৈরী করা যায় না। খনি থেকে লোহ আকরিক তোলা সহজ কাজ নয়। এজন্য যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের সাহায্য দরকার।

ম্যাংগানীজ—ইহা এক ধরনের খনিজ সম্পদ। ম্যাংগানীজ ভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। ইস্পাত শিল্পে ও আরো নানা রকম শিল্পে এই সম্পদ দরকার হয়। তাই ম্যাংগানীজের উৎপাদন বাড়ানোও পাঁচসালার অন্যতম কাজ।

অভ্র—বিদ্যুৎ শিল্পে অভ্র খুবই দরকারী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী এই সম্পদ পাওয়া যায়। অভ্র আমাদের উন্নয়নের কাজে খুব সাহায্যকারী সম্পদ।

এছাড়া ভারতবর্ষে বক্সাইট, জিপ্‌সাম, পেট্রোল, তামা ও সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। নানা রকম শিল্পে ও উন্নয়নের কাজে এই সব খনিজ সম্পদ একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতবর্ষে যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে উন্নয়নের কাজে ঠিক ভাবে নিয়োগ করাই হচ্ছে পাঁচসালার আসল উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা না থাকলে কোন কাজই ভালভাবে হয় না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পাঁচসালার কাজ শুরু হয়েছে।

পাঁচসালা ও কৃষি

কৃষি না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ কৃষির ওপর ভর করে রয়েছে। ভারতে একশো জন লোকের মধ্যে প্রায় উনসত্তর জন লোক কৃষির ওপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছে।

আমাদের দেশের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি থেকে আসে। কৃষি থেকে আমরা নানা রকম খাদ্যশস্য পাই। আর শিল্পের জন্য কাঁচা মাল। যেমন—পাট, তুলা প্রভৃতি। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন অনেক কম। এর জন্য অনেক কারণ রয়েছে। যেমন—জমির ছোট ছোট ভাগ, জলের অভাব, পুরাতন নিয়মে জমি চাষ করা, চাষীদের অভাব। এই কারণগুলি ছাড়াও কয়েকটি প্রধান কারণ আছে। যেমন—পরিবহণ ব্যবস্থা বা এক জয়গা থেকে আর এক জায়গায় কৃষিপণ্য নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা, উপযুক্ত বাজারের অভাব প্রভৃতি।

কৃষি হচ্ছে আমাদের দেশের ভিত্তি! সে ভিত্তি অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। সেজন্য পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাঁচসালায় কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে—চাষবাসের অসুবিধাগুলি দূর করা। কৃষির সঙ্গে যে সব বিষয় জড়িত সেগুলোরও উন্নয়ন করা। তা করতে পারলে ভারতবর্ষ কৃষিপণ্য উৎপাদনে অনেক এগিয়ে যাবে। তার ফলে—দেশে খাদ্যের

অভাব দূর হবে। শিল্পের উন্নতি ঘটবে। দেশবাসীদের কাজের ব্যবস্থা হবে। উন্নয়নের যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে।

কৃষির উন্নয়নের জন্য পাঁচসালায় নানা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন—

(১) জলসেচ—জল না হলে জমি চাষ করা যায় না। আগে মানুষকে চাষের কাজের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। বৃষ্টি না হলে ফসল উৎপাদন করা যেতো না। আবার বেশী বৃষ্টি হলে শস্য নষ্ট হতো। বিজ্ঞান এই সমস্যা দূর করে। জলসেচ ব্যবস্থা এই সমস্যা দূর করবার একমাত্র পথ। তাই কৃষি উন্নয়নের কাজে জলসেচ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়।

(২) সার সরবরাহ—সার না হলে ভাল ফসল হয় না। ভাল সার জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়ায়। আগেকার দিনে জমিতে গোবর-সার প্রভৃতি কাজে লাগানো হতো। কিন্তু এত বড় দেশের চাষের কাজের জন্য ঐ সব সার আর প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাছাড়া আধুনিক

সারেরও দরকার আছে। এজন্য আধুনিক সার উৎপাদন করাও পাঁচসালার লক্ষ্য। আধুনিক ভাল সারের জন্য ভারতবর্ষে সার কারখানা তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য বিহারের সিন্‌দ্রী নামক জায়গায় একটি সার কারখানা তৈরী করা হয়েছে।

(৩) বীজ—ভাল ফসলের জন্য ভাল বীজ দরকার। কৃষকদের ভাল বীজ সরবরাহ করাও উন্নয়নের আর একটি কাজ। অনেক সময় ভাল বীজের অভাবে কৃষকেরা ভাল ফসল উৎপন্ন করতে পারে না। পাঁচসালার উন্নয়নে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

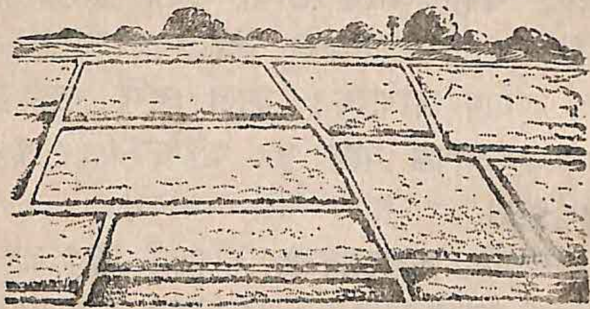
(৪) কৃষিশিক্ষা—কৃষি উৎপাদনে পিছিয়ে থাকার একটি কারণ অজ্ঞতা। আগে ভারতবর্ষের কৃষকেরা পুরাতন নিয়মে চাষের কাজ করত। আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার তারা জানত না। চাষের কাজে নতুন নতুন নিয়ম তাদের জানা ছিল না। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। পাঁচসালার উন্নয়নের কাজে কৃষকদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য—চাষের জন্য যে সব

আধুনিক ট্রাক্টর ও যন্ত্র বেরিয়েছে সে সব বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া। কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানানো। তাছাড়া কৃষি বিষয়ে আর যে সব জানবার বিষয় আছে তারও শিক্ষা দেওয়া। এই সব শিক্ষা লাভ করলে কৃষকরা তাদের শিক্ষা চাষের কাজে লাগাবে। ফলে বেশী শস্য উৎপন্ন হবে। কৃষকদের ঘরে সুখ আসবে। দেশ উন্নত হবে।

(৫) ভূমি সংস্কার—ছোট ছোট টুকরো জমি ভারতবর্ষে কৃষির প্রধান গলদ। যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশের জমিগুলি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে রয়েছে! এর কারণ আছে। বংশগতভাবে জমিগুলি দিনের পর দিন ভাগ হয়ে আসছে। তার ফলে আল দিতে অনেক জমি নষ্ট হয়। টুকরো টুকরো জমিতে চাষ করতে নানা রকম অসুবিধা হয়।

জমির এই ছোট ছোট ভাগ ভারতে একটি প্রধান ভূমি-সমস্যা। এই সমস্যা দূর করবার জন্য উনিশ শো কুড়ি সাল থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে ছোট ছোট জমিকে এক করে চাষ করা সহজ

হবে। এজন্য জমির মালিকদের সহযোগিতা থাকা দরকার। বিশ্বাস ও সহযোগিতা না থাকলে এ কাজ করা সম্ভব নয়।



···টুকরো টুকরো জমিতে চাষ করতে নানা রকম অসুবিধা হয়

জমিগুলিকে এক করে চাষ করা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ। উন্নয়ন পরিকল্পনার এই দিকটিকে সফল করবার জন্য পাঁচসালায় সমবায় কৃষি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সমবায় প্রথায় চাষ করলে উৎপাদন বেশী হবে। এতে জমির ওপর মালিকানা ঠিক থাকবে। এই ব্যবস্থায় সকলেরই লাভ হবে। কারণ বড় জমিতে একসঙ্গে চাষ করলে চাষের খরচ কম পড়বে। ছোট ছোট জমি থাকার ফলে আল

দিতে যে জমি নষ্ট হতো চাষের কাজে সেই সব জমি পাওয়া যায়। এই প্রথায় কাজের নিয়ম অনুসারে সকলকে মজুরী দেওয়া হয়। এ ছাড়া মধ্যস্বত্ব লোপের ব্যবস্থা হয়েছে। ভূমিহীনদের জমি দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অতএব উন্নয়নের কাজকে সফল করতে হলে ভূমি-সমস্যা দূর করা দরকার। এজন্য পাঁচসালায় যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তা খুবই দরকারী। উন্নয়নের যে কাজ চলেছে তার একটি লক্ষ্য—পল্লী-জীবন তথা সমগ্র দেশকে সব দিক দিয়ে উন্নত করা। এর জন্য কৃষির স্থান প্রধান। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল দিকের উন্নতি খুব সহজে হতে পারবে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের জন্য ছয় শত সাতষট্টি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। তৃতীয় পাঁচসালায় কৃষির ওপর আরো বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের নানা দিকে এজন্য বারো শত একাশি কোটি টাকার খরচ ধরা হয়েছে।

বিদেশী আক্রমণের জন্য ভারতবর্ষে এখন

জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের স্ব-নির্ভর হওয়া দরকার। তাই উন্নয়নকে সফল করতে হলে, দেশকে রক্ষা করতে গেলে কৃষিপণ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমাদের আরো বেশী যত্ন নিতে হবে। কষ্ট করতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তবেই পাঁচসালার উন্নয়ন সফল হবে।

পাঁচসালায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নত করবার জন্য পাঁচসালায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি উন্নয়ন ব্লক তৈরী হয়েছে। এইভাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামকে উন্নয়ন ব্লকের অধীনে আনা হবে। উন্নয়ন ব্লকগুলি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ করবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুই শত চল্লিশ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। তৃতীয় পাঁচসালায় এ জন্য দুই শত

চুরানব্বই কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েতী রাজের জন্য আঠাশ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। গ্রামীণ শিল্পকে উন্নত করা। নানা রকম সমাজ সেবামূলক কাজ করা—যার সঙ্গে পল্লী-জীবনের উন্নতি জড়িয়ে আছে।



·· যার সঙ্গে পল্লী-জীবনের উন্নতি জড়িয়ে আছে

পাঁচসালা ও কুটিরশিল্প

কৃষির মত শিল্পেরও উন্নতি দরকার। ভারতবর্ষের অনেক লোক কুটিরশিল্পের ওপর বেঁচে

আছে। চাষের কাজ না থাকলে যারা বেকার থাকে তারাও অনেকে পল্লীর ক্ষুদ্র বা ছোট শিল্পে কাজ নেয়। কুটিরশিল্পের উন্নতি করা কিছুটা সহজ। কেননা এই শিল্পের জন্য বেশী মূলধন লাগে না। ভারতের মত দেশে কুটির ও ছোট শিল্পের উন্নতি হলে অনেক সমস্যা দূর হয়।

কুটিরশিল্প সমাজে একজনের সঙ্গে আর এক জনের মধ্যে আয়ের তফাত দূর করে। অনেক টাকা দিয়ে যদি একজন একটি কারখানা তৈরী করে তাহলে একজনই তার মালিক হয়। কিন্তু ঐ টাকা দিয়ে যদি কিছু লোকের মধ্যে ছোট ছোট শিল্প তৈরী করে দেওয়া হয় তাহলে মোট আয় তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে কুটির ও ছোট শিল্পের সামনে বহু সমস্যা আছে। যেমন—(১) মূলধনের সমস্যা। (২) কাঁচা মাল পাওয়ার অসুবিধা। (৩) বড় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। (৪) উৎপাদন কাজের গলদ। (৫) বিক্রয় বাজারের অভাব প্রভৃতি।

উন্নয়নের কাজ উন্নত করা। কুটির ও ছোট

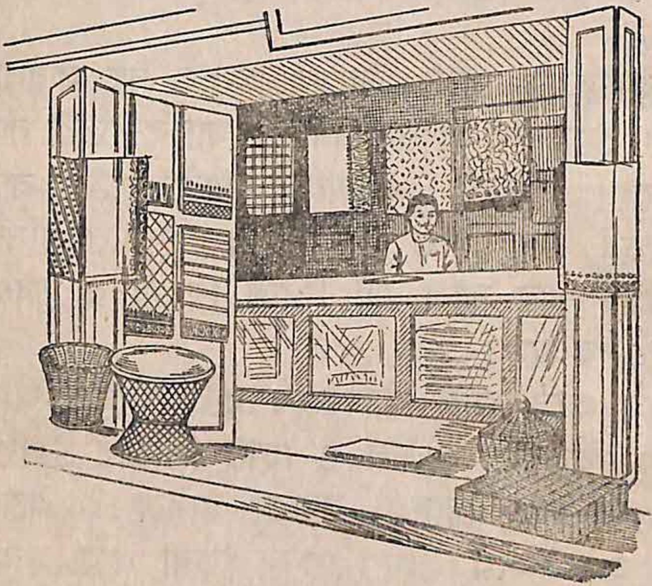
শিল্পের সামনে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো দূর করতে হবে। নতুন কিছু ভাল থাকলে তাকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটির ও ছোট শিল্পকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

কুটির ও ছোট শিল্পের অভাব দূর করবার জন্যে উন্নয়নের কাজে সমবায় ব্যাংক তৈরী করা হয়েছে। সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা হয়েছে। ঐ সমিতি মারফত ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে এই শিল্পে শিল্পীদের মূলধন সমস্যা দূর হবে।

যে-কোন কাজ ভালভাবে করতে গেলে আগে শিক্ষা দরকার। কুটির ও ছোট শিল্পের উন্নতির জন্যও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য বড় বড় শহরে শিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করা হচ্ছে। সেখান থেকে লোকে কারিগরী শিক্ষা পাবে।

এখন কলকব্জার যুগ। তাই কুটির ও ছোট শিল্পের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার থাকা দরকার। পাঁচসালায় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবার জন্য চাই বিদ্যুৎ শক্তি। কুটির শিল্পীদের এজন্য অল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে।



···শিল্পদ্রব্য ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেবে

শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ওপর। শিল্পদ্রব্য যদি উচিত মূল্যে বিক্রয় না হয় তাহলে কুটির ও ছোট শিল্পগুলো পিছিয়ে থাকবে। এই কাজের ভার সরকার নিয়েছেন।

ছোট-বড় শহরে সরকার বিক্রয়-কেন্দ্র খুলেছেন। সেই সব বিক্রয়-কেন্দ্র শিল্পদ্রব্য ক্রেতাদের কাছে পেঁৗছে দেবে।

পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটির ও ছোট শিল্পের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পের উন্নতির ওপর পল্লী-জীবন তথা দেশের উন্নতি নির্ভর করছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কুটির ও ছোট শিল্পের জন্য প্রায় এক শত আশি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। তৃতীয় পাঁচসালায় এই শিল্পের জন্য মোট দুই শত চৌষট্টি কোটি টাকার খরচ ধরা হয়েছে। কুটির ও ছোট শিল্পের জন্য দেশে ছয়টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই সব বোর্ড কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্য করবে।

পাঁচসালা ও ভারী শিল্প

বিজ্ঞানের যুগে ভারী অথবা বড় শিল্প আগে দরকার। বড় শিল্প দেশের উন্নয়নকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের যুগে যে সব দেশ স্বাধীন,

যারা উন্নতি করতে চায় তারা সকলেই ভারী ও বড় শিল্পকে গ্রহণ করেছে।

ভারী ও বড় শিল্প বলতে বোঝায় যন্ত্রশিল্প। এই শিল্পে যন্ত্রই প্রধান। ভারী ও বড় শিল্প উৎপাদন বেশী করে। উৎপাদনের জন্য সময় কম নেয়। এই শিল্প একসঙ্গে বহু লোককে কাজ দেয়।

এই শিল্পের জন্য চাই সম্পদ—প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদ না থাকলে বড় শিল্পে কোন দেশই উন্নতি করতে পারে না। সে দিক দিয়ে আমরা খুবই ভাগ্যবান। কেননা ভারতবর্ষে অনেক রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। ঐ সব সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে ভারতবর্ষ আবার 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—কবির এই আশা সত্যই পূর্ণ হবে।

কিন্তু এর জন্য চাই ভারী ও বড় শিল্পের উন্নতি। ভারতে অনেক রকমের বড় শিল্প আছে। যেমন—লোহ ও ইস্পাত শিল্প, পাট শিল্প, শর্করা বা চিনি শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প ও কাগজ শিল্প প্রভৃতি। দেশ স্বাধীন হবার আগেই

ঐ সব শিল্পে কিছু কিছু ছিল। কিন্তু এত বড় দেশের কাছে তা ছিল নগণ্য। সে সময়ে ভারী শিল্পকে উন্নত করবার কোন ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না।

পাঁচসালার উন্নয়নে সে দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। যে সব বড় শিল্প আগে ছিল তাদের সামনে অনেক বাধা ছিল। যেমন—মূলধনের অভাব, আধুনিক কলকব্জার অভাব ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব। পাঁচসালার উন্নয়নে বড় শিল্পের ঐ সব অসুবিধা দূর করবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে শিল্পগুলির আয়তন বাড়বে। বেকার লোকেরা অনেক কাজ পাবে। ফলে উৎপাদন বেড়ে যাবে।

ভারী ও বড় শিল্পের উন্নয়ন বেশী করে দরকার। সেজন্য সরকার এগিয়ে এসেছেন। জনসাধারণের হয়ে এখন সরকার মালিক হচ্ছেন। সরকারের মালিকানায় এখন নতুন নতুন ভারী শিল্প তৈরী হচ্ছে। সরকারী মালিকানা ছাড়াও ব্যক্তিগত মালিকানাতেও অনেক কলকারখানা তৈরী হচ্ছে। সবই পাঁচসালার উন্নয়নের অঙ্গ।

যার চরম লক্ষ্য—বিজ্ঞানের পথে সব বিষয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই কয়েক বছরে, পাঁচসালার উন্নয়নে অনেক নতুন বড় বড় কলকারখানা তৈরী হয়েছে। যেমন ঃ দুর্গাপুর—রাউরকেল্লা—ভিলাইতে তিনটি লোহ ও ইস্পাত কারখানা। সিন্ধ্রী—রাউরকেল্লা ও ট্রম্বেতে সার কারখানা। বাঙ্গালোর ও বারাকপুরে বিমান কারখানা। ভিজাগাপত্তমে সমুদ্র জাহাজ কারখানা। চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। ভূপালে বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরীর কারখানা। বাঙ্গালোরে টেলিফোন তৈরীর কারখানা। আবাদীতে যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্ক তৈরীর কারখানা প্রভৃতি।

ভারী শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির দরকার। এজন্য রাঁচিতে যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা নির্ম্মাণ করা হয়েছে। খনিজ তেলের জন্য বারৌনিতে তৈল শোধনাগার তৈরী করা হয়েছে।

এর মধ্যে ভারতবর্ষ আরও একটি বিষয়ে এগিয়ে গেছে। মানুষের কাজে শিল্প ও বিজ্ঞানের ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষ ট্রম্বেতে আণবিক শক্তি উৎপাদন-

কেন্দ্র নির্ম্মাণ করেছে। এছাড়া ওষুধ তৈরীর জন্য ওষুধের কারখানা তৈরী হয়েছে। দেশকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানাও তৈরী করা হয়েছে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খনিজ দ্রব্য ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য মোট দুই হাজার নয় শত তিরানব্বই কোটি টাকার খরচ ধরা হয়েছে।

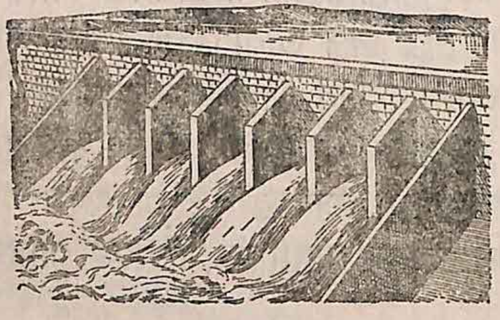
ভারী ও বড় শিল্প ভারতবর্ষের ছবি পাল্টে দেবে। এটা আমরা আশা করতে পারি। এরই মধ্যে আমাদের দেশ ভারী ও বড় শিল্পে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমন দিন বেশী দূরে নয়—যে দিন আমরা দেখতে পাব ভারতবর্ষ পৃথিবীতে বড় দেশগুলোর পাশে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। পাঁচসালার উন্নয়ন আমাদের সে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচসালায় জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ

দেশের উন্নয়নের জন্য জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা হয়েছে। কৃষি ও শিল্প দেশকে উন্নত

করে। এই দুইটি বিষয়ের উন্নতির জন্য জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ জড়িত।

জল না হলে জমিতে চাষ করা যায় না। আগে মানুষকে চাষের কাজের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। সময়মত বৃষ্টি না হলে অজন্মা হতো। বিজ্ঞান এই সমস্যা দূর করে। জলসেচ এই সমস্যা দূর করবার একমাত্র পথ। জলসেচ পরিকল্পনা বন্যা রোধ করে।



···নদী ও বন্যার জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়

জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা করে। কৃষি-জমিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অতি-বৃষ্টি থেকে শস্যকে বাঁচায়।

এই পরিকল্পনার দ্বারা নদী ও বন্যার জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়। ছোট-বড় খাল কেটে সেই জল দরকার মত সমস্ত চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নলকূপ ও পুকুর কেটে জলসেচের কাজ করা হয়।

এই পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে —বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। বিদ্যুৎ মানুষের ঘরে ঘরে আলো দেবে। কলকারখানায় বিদ্যুৎ শক্তি যোগাবে।

এজন্য ভারতবর্ষে অনেক নদী উপত্যকা পরিকল্পনা নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন, ভাকরা নাংগাল পরিকল্পনা। মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা। তুংগভদ্রা উপত্যকা পরিকল্পনা। গাংগুয়াল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক ছোট-বড় পরিকল্পনার কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে।

জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা পাঁচসালা উন্নয়নের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই কাজে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালায় একহাজার চার শত কোটি

টাকা খরচ হয়েছিল। তৃতীয় পঁাচসালায় এজন্য আট শত কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

অতএব দেখা যায় জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা কৃষি ও শিল্পকে উন্নত করবে। দেশের কল্যাণ আনবে।

পাঁচসালা ও সমবায়

সমবায় হচ্ছে মিলেমিশে করা। যার লক্ষ্য একটি—সকলের কল্যাণ। মানুষ একা বাঁচতে পারে না। সকলের সঙ্গে সুখ সুবিধে ভাগ করে নিতে হয়। তবেই মানুষ বেঁচে থাকে। দেশের উন্নতির জন্য সকলের সমান দায়িত্ব রয়েছে। কাজ রয়েছে। উন্নয়নের জন্য আমাদের সকলকে মিলেমিশে কাজ করা দরকার। এই কাজের জন্য সমবায়-প্রথা।

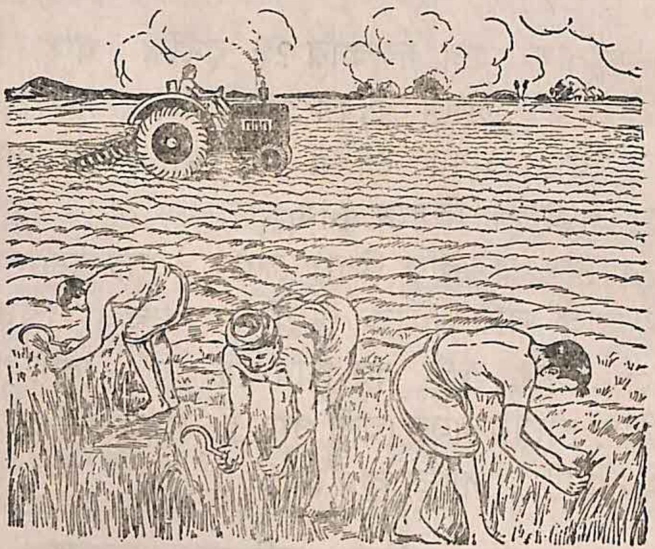
পঁাচসালার উন্নয়নকে সফল করতে হলে সমবায়-প্রথাকে সফল করা দরকার। সমবায়-প্রথাকে সফল করবার জন্য নানা রকম সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়েছে। যেমন—সমবায়

কৃষি, সমবায় ব্যাংক, সমবায় বাজার, সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র, সমবায় শিল্প, সমবায় গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

সমবায় কেন দরকার? কৃষির কথা ধরা যাক। ভারতবর্ষে কৃষির প্রধান গলদ হচ্ছে জমির ছোট ছোট ভাগ। জমির এই ছোট ছোট ভাগের জন্য পুরাতন নিয়মে চাষ করতে হয়। লাঙ্গল ছাড়া চাষ করবার উপায় নেই। এতে জলসেচের ব্যবস্থা করবার অনেক অসুবিধা থাকে। তাছাড়া আল দেবার জন্য বহু জমি নষ্ট হয়। ছোট ছোট জমিতে চাষের খরচ বেশী পড়ে। শ্রম বেশী লাগে। অথচ মোট উৎপাদন কম হয়।

আর যদি জমির মালিকরা সকলের সব জমি এক একটি অঞ্চলে চাষ করে তাহলে তাকে বলে সমবায়-প্রথায় চাষ করা! সমবায়-প্রথায় চাষ করলে লাঙ্গলের বদলে আধুনিক ট্রাক্টর ব্যবহার করা যায়। চাষের খরচ কম পড়ে। সমবায়-প্রথায় মোট উৎপাদন বেশী হয়। অথচ এতে জমির ওপর মালিকদের মালিকানা

ঠিক থাকবে। কাজের হিসেবে সকলেই মজুরী পাবে।



···সমবায়-প্রথায় মোট উৎপাদন বেশী হয়

ভারতবর্ষের সমবায়-প্রথার সামনে অনেক বাধা আছে। যেমন—গ্রামবাসী ও কৃষকদের অজ্ঞতা। দেশ ও সমাজে কি হচ্ছে সে সব বিষয়ে গ্রামবাসী ও কৃষকদের চেতনার অভাব। বহুমুখী সমবায় সমিতির কম সংখ্যা এবং কিছু লোকের লোভ।

পাঁচসালার উন্নয়নে সমবায়-প্রথার এই অসুবিধাগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। সমবায়-প্রথাকে সফল করবার জন্য লেখাপড়ার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। গ্রামবাসী ও কৃষকদের অভাব দূর করবার জন্য সমবায় ব্যাংকে স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষির মত জীবনের সব দিকেই এখন সমবায়-প্রথা দরকার। কারণ কারও একার পক্ষে বড় কাজ করা সম্ভব নয়। তাই পাঁচসালায় সমবায়-প্রথার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য চাই সকলের সহযোগিতা।

সমবায়-প্রথাকে সফল করবার জন্য তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আশি কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। সমবায়-প্রথা সফল হলে দেশ একদিকে উন্নত হবে, অন্যদিকে শক্তিশালী হবে।

পাঁচসালা ও পরিবহণ

যানবাহন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বহন করে নিয়ে যায়। যানবাহন না

থাকলে মানুষ পিছিয়ে পড়ে থাকে। যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি তখন মানুষের বাহন ছিল নিজের দুটি পা ও পশুচালিত নানা রকম গাড়ী। সে সময় সকলেই একে অন্যের থেকে দূরে থাকত। বিজ্ঞান যে দিন মানুষকে যন্ত্র দিল সে দিন থেকে মানুষ দূরের সঙ্গে যোগ রেখেছে। আজকের দিনে যানবাহন না থাকলে মানুষের কোন কাজই হয় না। যানবাহন ব্যবস্থা ভাল না হলে কোন দেশই তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারে না।

কেবল যন্ত্রে-টানা গাড়ী নিয়েই পরিবহণ নয়। যানবাহনের জন্য চাই পথ। পথ না হলে যানবাহন চলতে পারে না। তাই যানবাহন ও তার পথকে নিয়েই পরিবহন।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এত বড় দেশের উন্নয়নে পরিবহণ ব্যবস্থাও খুব ভাল হওয়া দরকার। পাঁচসালায় যে সব উন্নয়নের কাজ চলছে সে সব কাজকে সফল করাবে দেশের পরিবহন।

পরিবহণ অনেক রকমের আছে। যেমন—

রেলপথ ও রেল পরিবহণ। সড়ক ও সড়ক পরিবহণ। জাহাজ ও বন্দর পরিবহণ। বিমান পরিবহণ। যোগাযোগ রাখবার জন্য এছাড়াও আছে —ডাক ও তার এবং বেতার।

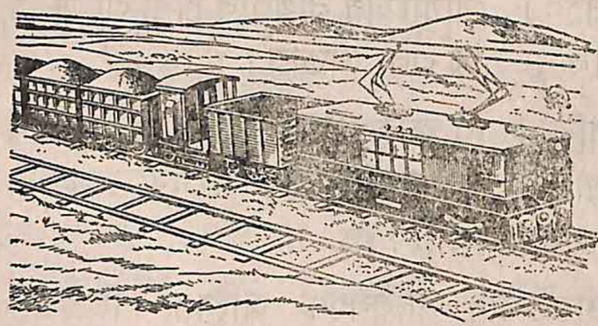
পরিবহণের কাজ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মালপত্র পাঠানো। যাতায়াত করা। এতে সময় খুব কম লাগে।

ভারতবর্ষে পরিবহণ আগেও ছিল। কিন্তু এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। পাঁচসালায় নানা রকম উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। জনসাধারণের কাজ বেড়ে গেছে। সেজন্য পরিবহণ ব্যবস্থা আরও ভাল হওয়া দরকার। পাঁচসালা পরিকল্পনায় সে কাজও হচ্ছে।

এজন্য রেলপথ ও রেল পরিবহণকে সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। পাঁচসালার উন্নয়নে রেল ওয়াগান ও রেলগাড়ীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। নতুন নতুন রেলপথ তৈরী করা হচ্ছে। উন্নয়নের কাজে রেল পরিবহনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

সড়ক পরিবহণকে উন্নত করবার কাজও

চলছে। উন্নয়নের কাজে গ্রাম ও শহরে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে। এর ফলে সুদূর



…রেল পরিবহণের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে

গ্রামের সঙ্গে আজ শহরের যোগাযোগ ঘটছে। মোটর যানের সংখ্যা বাড়ছে। যাতায়াত আরো সহজ হচ্ছে। সড়ক পরিবহণের উন্নতির সঙ্গে গ্রাম ও পল্লীর উন্নতি নির্ভর করছে। সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা ভাল না হলে কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য দেশের নানা জায়গায় পাঠানো সম্ভব নয়। তাই গ্রাম ও পল্লীর উন্নতির জন্য সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা খুবই ভাল হওয়া দরকার।

রেল ও সড়ক পরিবহণ।—দেশের উন্নয়নে এই দুই পরিবহণ সমানভাবে কাজ করছে।

পরিবহণ বা যানবাহনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—কম সময়ে অতি সহজে কৃষি ও শিল্পদ্রব্যকে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। যাতায়াতের ব্যবস্থা আরো সহজ করা। পরিবহণ দেশের মধ্যে এই কাজ করে। বিদেশের সঙ্গে সেই একই কাজ করে। তাই তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এক হাজার চার শত পঞ্চাশ কোটি টাকার খরচ ধরা হয়েছে। ঐ টাকা নানা রকম পরিবহণের উন্নতিতে খরচ করা হবে। সুতরাং দেখা যায় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি পাঁচসালার অঙ্গ।

পাঁচসালা ও কাজের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে অনেক সমস্যা রয়েছে। বেকার সমস্যা তার মধ্যে একটি। বেকার মানে যে লোকের কাজ করবার দরকার আছে। ইচ্ছা আছে। অথচ সে কাজ পায় না। এই সমস্যা থাকলে দেশ উন্নতি করতে পারে না। কেননা মানুষ নিয়ে দেশ। দেশ গঠনের কাজ করে

দেশের লোক। কিন্তু যদি দেশের লোক বসে থাকে তাহলে দেশের শ্রমশক্তি নষ্ট হয়। তার ফলে নানা দিকের উৎপাদনের ক্ষতি হয়। দেশের মানুষের অভাব বাড়ে। পরিণামে দেশের মধ্যে নানা রকম গোলমাল দেখা দেয়। সেজন্য বেকার সমস্যা দূর হওয়া দরকার। সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা হওয়া চাই।

আমাদের দেশে অনেক রকমের বেকার আছে। কেউ ঋতুর জন্য বেকার। কেউ আধা-বেকার। কেউ একেবারে বেকার। কেউ লেখাপড়া-না-জানা বেকার। কেউ লেখাপড়া-জানা বেকার। ভারতবর্ষে বেকার গ্রামে আছে। আছে শহরে।

দেখা যায় চাষের কাজের বিরতির ওপর গ্রামে বেকার কমে বাড়ে। যে সময় চাষ-কাজ হয় সে সময় লোক কাজ পায়। আবার যখন চাষের কাজ শেষ হয় তখন অনেকে বেকার হয়ে পড়ে। শহর অঞ্চলে আবার অন্য রকম। শহরে যখন ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চলে—পরিবহণ ব্যবস্থা ভাল থাকে—কলকারখানা ভাল চলে

তখন বেকার কম থাকে। মন্দা হলে বেকার বাড়ে।

পাঁচসালার উদ্দেশ্য—দেশের উন্নয়ন। দেশের উন্নয়ন মানে দেশের লোকের কল্যাণ আনা। উন্নয়ন সকল পরিবারের মধ্যে সুখ আনবে। তা সফল করবার জন্য দেশের শ্রমকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের লোকের শক্তি যাতে অযথা নষ্ট না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এজন্য পাঁচসালা পরিকল্পনায় কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইহা উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক।

গ্রাম এবং শহরের লোকের কাজের ব্যবস্থা করবার জন্য নানা রকম কাজ করা হচ্ছে। এই কাজকে সফল করবার জন্য গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় কিছু লোক বেকার হয়ে পড়ে। কিছু লোকের কাজের পথ তৈরী হয়। উন্নয়নের জন্য যেমন নতুন লোকদের কাজ দেওয়া হয় তেমনি যারা কাজ হারায় তাদেরও কাজের পথ করে দেওয়া হয়। গ্রামের বেকার-সমস্যা দূর করবার জন্য সমবায় কৃষি

শ্রম সমবায়, গ্রামীণ কুটির শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠান নানা রকম কাজের ব্যবস্থা করবে। এজন্য পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শহরে সাধারণতঃ লেখাপড়া-জানা বেকার দেখা যায়। এই সব বেকারদের জন্যও নানা রকম কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারী ও বড় শিল্প, নানা রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই সব বেকারদের জন্য নতুন নতুন কাজের ব্যবস্থা করছে। এ জন্য ছোট-বড় শহরে কর্মনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

পাঁচসালা পরিকল্পনার সব কাজের মধ্যেই কাজের পথ তৈরী হচ্ছে। উন্নয়নের নানা দিকে এই পথ তৈরী হচ্ছে। যেমন—নানা রকম উন্নয়ন-মূলক কাজ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ, রেলপথ ও রেল পরিবহণ, সড়ক ও সড়ক পরিবহণ, ছোট ও বড় শিল্প, খনির কাজ, অরণ্যের কাজ, মাছ চাষের কাজ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে। তাছাড়া সমাজ উন্নয়নের কাজ আছে। পাঁচসালায় আরো কত কাজ হচ্ছে। এই সব কাজ সরকার নিজে

করছেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় হচ্ছে। সব কাজের উদ্দেশ্য এক—কাজের ব্যবস্থা করা। জনগণের শ্রমকে দেশের কাজে নিয়োগ করা পাঁচসালার উন্নয়ন সেই কাজ। এই জন্য তৃতীয় পাঁচসালায় এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ লোকের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঁচসালা ও শিক্ষা

আয়নাতে আমরা নিজেদের ছবি দেখি। আর শিক্ষার দ্বারা আমরা দেখি পৃথিবীকে। শিক্ষা হচ্ছে আলো—জ্ঞানের আলো। লেখপড়া না থাকলে আমরা কোন কিছুকেই ঠিকভাবে বুঝতে পারি না। মানুষ যা করে, যা বলে তাকে বুঝতে হলে চাই জ্ঞান। লেখাপড়া সেই জ্ঞান আনে।

এই যে আজ দেশে এত বড় যজ্ঞ হচ্ছে—পাঁচসালার উন্নয়নের কাজ। একে জানতে হলে চাই শিক্ষা, বুঝতে হলে চাই শিক্ষা। সফল করতে হলে চাই শিক্ষা। যে দেশ যত বেশী

শিক্ষা পেয়েছে, সেই দেশ তত বেশী উন্নতি করেছে।

পাঁচসালার উন্নয়নে এই কঠিন কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। দেশের সকল মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হবে। তা না হলে উন্নয়ন সফল হবে না।

পাঁচসালায় নানা দিকের উন্নয়নের কাজ চলছে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞানে, সমাজ কল্যাণ, চিকিৎসা ও জীবনের আরো নানা দিকের উন্নতির কাজ হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষা এখন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শিক্ষা দেবার কাজ কঠিন। দায়িত্ব অনেক। খরচ বেশী।

দেশের লোককে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষার নানা দিক বেছে নেওয়া হয়েছে। যেমন—সাধারণ শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা, সমাজ-কল্যাণ শিক্ষা প্রভৃতি। দেশের মানুষ এই সব শিক্ষা পাবার ফলেই পরিকল্পিত উন্নয়ন সফল হবে।

শিক্ষা দেবার কাজে তৃতীয় পাঁচসালায় জোর

দেওয়া হয়েছে। ঠিক ঠিক ভাবে লেখাপড়া শেখাবার জন্য শিক্ষাকে নানা ধাপে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

প্রাথমিক শিক্ষা—ঠিক হয়েছে তৃতীয় পাঁচ-সালায় ছয় থেকে এগারো বছর বয়সের ছেলে-মেয়োদর লেখাপড়া শেখানো হবে। ইহা আবশ্যিক হবে। আরও ঠিক হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম পাঁচসালায় এগারো থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আবস্যিক ভাবে লেখাপড়া শেখানো হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা—তৃতীয় পাঁচসালায় অনেক সাধারণ বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয় রূপে তৈরী করা হবে। ঠিক হয়েছে সাতান্ন হাজারেরও বেশী বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয় রূপে গঠন করা হবে। গ্রাম অঞ্চলে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছে। সেদিকে নজর রেখে বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা—চৌদ্দ বছর থেকে সতেরো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার নানা

দিক শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও এই শ্রেণীতে হাতে-কলমে শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী বিদ্যালয় রূপে গঠন করা হচ্ছে।

তৃতীয় প াঁচসালা পরিকল্পনার শেষে ছয় হাজার তিন শতেরও ওপর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় হবে। বহুমুখী বিদ্যালয় হবে প্রায় দুই হাজার একশো পনেরোটি। এর মধ্যে নতুন তিন শত একত্রিশটি ধরা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ছে। বাড়ছে মাধ্যমিক শিক্ষা। ফলে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ আরো বেশী বাড়ছে। এর প্রয়োজনও আছে। কারণ উচ্চশিক্ষা না হলে চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইনজিনীয়ারিং বিষয়ে জ্ঞান বাড়বে না।

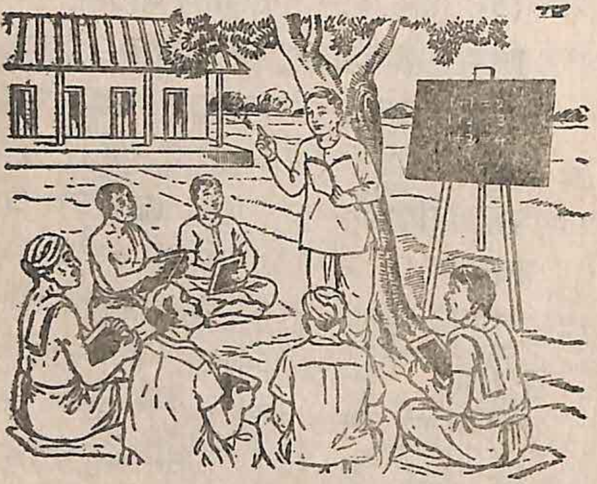
এজন্য কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ভারত-বর্ষে দ্বিতীয় প াঁচসালার শেষে কলেজের সংখ্যা ছিল সাত শত বাহাত্তরটি। তৃতীয় প াঁচসালায় কলেজের মোট সংখ্যা বেড়ে হবে এক হাজার পঞ্চাশটি।

উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়ানো হবে ঠিক হয়েছে। তৃতীয় পাঁচসালায় নতুন প্রায় বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে আটন্নটি।

সমাজ শিক্ষা—সমাজ শিক্ষার ওপর পরিকল্পিত উন্নয়ন নির্ভর করে। সমাজের সব মানুষের চেতনার ওপর নাগরিক বোধ জাগ্রত হয়। গ্রাম ও পল্লীর শিক্ষা, চিকিৎসা ও বয়স্ক জীবনের আনন্দ বাড়ানো দরকার। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্যরক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ শিক্ষার প্রসার দরকার। সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য তাই। দেশের নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে সমাজ শিক্ষা দেবার কাজ শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি একাজে বিশেষ অংশ নেবে।

বয়স্ক শিক্ষা—ভারতবর্ষ মাত্র অল্প দিন হলো স্বাধীনতা পেয়েছে। দেশে ব্যাপক শিক্ষা দেবার কাজও অল্প দিন শুরু হয়েছে। বয়স হয়েছে অথচ লেখাপড়া জানে না এরকম লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে অনেক। তাই দেশ গঠনে তাদেরও

কাজ রয়েছে। দায় রয়েছে। দেশের সুখসুবিধার তারাও অংশীদার। সেজন্য বয়স্কদের শিক্ষা দেবার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এ কাজ পাঁচসালা পরিকল্পনার শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ।



…বয়স্কদের শিক্ষা দেবার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে

বয়স্ক শিক্ষা না বাড়ালে সমাজ শিক্ষা সুফল দেবে না। তাই সমাজ শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে সমাজ শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা গ্রামের বিভালয় ও অন্য শিক্ষাকেন্দ্র মারফত দেওয়া হবে। এই সঙ্গে পঞ্চায়েতগুলিও

কাজ করবে। জেলা ও অঞ্চল বিশেষে পঞ্চায়েত এই কাজ করবে। সমাজ শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা দেবার জন্য পঞ্চায়েত ও অন্যান্য শিক্ষা-কেন্দ্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য নারী ও পুরুষ শিক্ষক থাকবে।

পাঁচসালার উন্নয়নে বয়স্ক শিক্ষার দিকে সরকার বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। এই শিক্ষার জন্য বহু টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের তাড়াতাড়ি উন্নতির জন্য শিক্ষার এই দিকটি বিশেষ দরকারী। পরিকল্পিত উন্নয়নকে সফল করতে হলে লেখাপড়া-না-জানা লোকদের শিক্ষা দিতে হবে। বয়স্ক যারা লেখাপড়া শিখতে চায় তাদের শিক্ষা দেবার জন্য তৃতীয় পাঁচসালায় বিশেষ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

কারিগরী ইনজিনীয়ারিং ও বিজ্ঞান শিক্ষা—ভারতবর্ষে এখন শিল্পযুগ চলছে। শিল্পের জন্য চাই লেখাপড়া-জানা কর্ম্মী। শিল্পের উন্নতির জন্য দেশে নানা দিকের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। ছোট-বড় কলকারখানা, রেলপথ, ডাক ও তার, দেশরক্ষা, সড়ক প্রভৃতি নানা দিকে কাজ হচ্ছে।

এসবের জন্য চাই অভিজ্ঞ শিক্ষিত লোক। সেজন্য দেশের নানা অঞ্চলে কারিগরী বিদ্যালয় ও ইনজিনীয়ারিং কলেজ বাড়ানো হচ্ছে। এই সব বিষয়ে যে সব শিক্ষাকেন্দ্র আগে ছিল সেগুলোকে প্রয়োজন মত সাজানো হচ্ছে। তৃতীয় পাঁচসালায় কারিগরী ও ইনজিনীয়ারিং বিষয়ে বহু শিক্ষিত লোকের দরকার। এই সব বিষয়ে এক লক্ষ একান্ন হাজার লোককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য—দিন দিন যাতে বেশী শিক্ষিত কর্মী পাওয়া যায়। এজন্য তৃতীয় পাঁচসালায় দেশে আরও সাতটি নতুন ইনজিনীয়ারিং কলেজ তৈরী করবার ব্যবস্থা হয়েছে। নানা রকম শিল্প শিক্ষার জন্য তৃতীয় পাঁচসালায় একশত একানব্বই কোটি টাকার ব্যয় ধরা হয়েছে।

পাঁচসালায় বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যও কাজ হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানা দিক আছে। যেমন—যন্ত্র বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য দেশে নানা রকম গবেষণা-কেন্দ্র নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য এই সব

গবেষণা-কেন্দ্রে নানা রকম গবেষণার কাজ চলছে। যার উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানে দেশকে নিজের পাশে দাঁড় করানো। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যরক্ষা, দেশরক্ষা সমাজ উন্নয়ন এ সবের উন্নতির জন্য চাই বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ভারতবর্ষ সেই পথে পা দিয়েছে। পঁাচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য তাই।

দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির জন্য পঁাচসালা পরিকল্পনার আরও বহু রকম কাজ চলছে। যেমন—বাসস্থানের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা, গৃহহারাদের জন্য পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ, শ্রম কল্যাণ প্রভৃতি।

স্বাধীন ভারতে পঁাচসালা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বিশাল ভারতবর্ষের উন্নয়ন। ভারতবর্ষের উন্নয়ন মানে ভারতবাসীর কল্যাণ। উন্নয়ন দেশের সকল মানুষের, সকল পরিবারের মধ্যে সুখ আনবে, সে সুখ শুধু আজকের নয়। ভবিষ্যৎ ভারতের জীবনের আলো।

শেষ